মানব বসতি
(Human Settlement)

ইউনিট ৭

ভূমিকা

মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রকৃতিকে জয় করেছে। প্রতিনিয়ত মানুষ তার সামাজিক জীবন রক্ষা করার জন্য যে সংগ্রাম করেছে তার মধ্যে প্রধান হলো নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা। সামাজিক জীব মানুষ তাই প্রতিনিয়ত তার চারপাশের পরিবেশকে পরিবর্তন করে চলছে। পরিবর্তনের এই ধারাতেই প্রাচীন গহীন জঙ্গলে বসবাসের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা ধীরে ধীরে আরও উন্নতরূপ ধারন করেছে। এভাবেই মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য যেখানে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে বাস করার প্রক্রিয়া চালু করেছে তাকেই বলা হয় মানব বসতি। এই ইউনিটে আমরা মানব বসতি ও তার নানা বিষয় যেমন- বসতির ধারণা ও নিয়ামকসমূহ, গ্রামীন ও নগর বসতির ধরণ ও বিন্যাস, বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো।

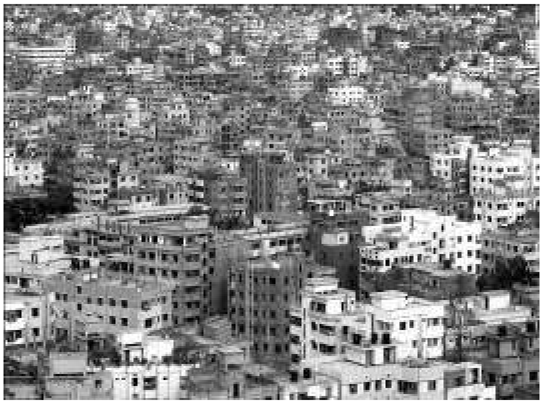

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১: বসতি সম্পর্কে ধারণা
পাঠ-৭.২: বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ
পাঠ-৭.৩: গ্রামীন বসতির ধরণ ও বিন্যাস
পাঠ-৭.৪: নগর বসতির ধরণ ও বিন্যাস
পাঠ-৭.৫: নগরায়নের প্রভাবক
পাঠ-৭.৬: বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া
পাঠ-৭.৭: অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধান

পাঠ-৭.১ বসতি সম্পর্কে ধারণা (Concept of Settlement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বসতি কাকে বলে জানতে পারবেন এবং
- বসতি ধারণা কীভাবে উৎপত্তি হয় তা বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	বসতি।

বসতি সম্পর্কে ধারণা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে বেঁচে থাকার তাগিদে সকল মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েই মানুষ অন্ন, বস্ত্র, এবং আশ্রয়ের জন্য নিরাপদ স্থানের উদ্ভাবন করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতি বা জঙ্গল কেটে যে বাসযোগ্য স্থানের অবস্থান নিশ্চিত করেছে তাই হলো বসতি। অর্থাৎ বসতি হলো সেই স্থান যেখানে মানুষ বসবাস করার জন্য প্রকৃতিকে নিজের মত করে পরিবর্তন করে নিয়েছে। পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করার প্রথম উদ্যোগ হলো বসতি স্থাপনের চিন্তা। বসতি স্থাপন না হলে মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করতো এবং মানব জীবন নানা রকম ঝুঁকি ও দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হত। সাধারণত মনববসতি হলো সেই জায়গা যেখানে মানুষ একসাথে মিলে বসবাস করার চেষ্টা করে।

পৃথিবীর নানাদেশে এই বসতির রূপ নানা রকম। শীতপ্রধান দেশের বসতি ও গরম প্রধান দেশের বসতি কাঁচা বা পাকা হতে পারে। আবার তুন্দ্রা জলবায়ুর শীতল আবহাওয়ায় এক্সিমোরা বরফের ঘরে তাদের বসতি স্থাপন করে। বসতির ধরণ ও রূপ পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে। এভাবেই বিশ্বে গ্রাম ও নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। বসতি স্থাপনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। বসতি স্থাপনই মানুষকে প্রকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ তাই নানা রকমের যেমন সংঘবদ্ধ বা বিচ্ছিন্ন বসতি তৈরি করেছে। আধুনিক যুগে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ বিশাল পাহাড় কাটছে, জলাশয় ভরাট করছে ও বন-জঙ্গল উজাড় করছে। এজন্যই বলা হয় অপরিকল্পিতভাবে বসতি নির্মান প্রকৃতির বিপর্যয় তথা মানব সমাজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বসতি কাকে বলে লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

বসতি হলো এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে এবং পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে বসবাসের চেষ্টা করে। প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে প্রথম বসতি গঠন করে। পরিকল্পিতভাবে মানব বসতি না গড়ে উঠলে পুরো মানবজাতির জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কোনগুলো পেয়েছে?

ক) রাস্তাঘাট ও কলকারখানা খ) চিত্তবিনোদন গ) অন্ন, বাসস্থান ঘ) বিলাসদ্রব্য

২। বসতি হলো -

ক) মানুষের চিকিৎসার জন্য লতা-পাতার চাষ

খ) জীবজন্তুর থাকার স্থান

গ) সংঘবদ্ধ মানুষের চলাফেরা

ঘ) প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে মানুষের বাস করার স্থান

পাঠ-৭.২ বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ (Elements of Settlement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বসতি স্থাপনের নিয়ামকগুলো কী কী তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	ভূ-প্রকৃতি, পানীয় জলের, মাটি, প্রতিরক্ষা, পশুচারণ।

বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ

মানুষ প্রতিকূল পরিবেশেও প্রকৃতিকে জয় করে তার বাসস্থান বা বসতি গড়ে তুলেছে। বসতি স্থাপনের জন্য মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে সেই সব সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে চেয়েছে যার দ্বারা মানুষ তার নানাবিধ চাহিদা বা লক্ষ্য পূরণ করতে পারে। বসতি স্থাপনের কিছু নিয়ামক রয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করেই নানারকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করার চেষ্টা করেছে। বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ এখানে তুলে ধরা হলো -

১. **ভূ-প্রকৃতি :** ভূ-প্রকৃতি কোনো এলাকার মানুষের বসতি স্থাপনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে মানব বসতির ধরণ। সাধারণত পাহাড়ী এলাকার কৃষিকাজ সমতল ভূমির তুলনায় কষ্টকর হয়ে উঠে। সেই কারণে সমতল ভূ-প্রকৃতি অঞ্চলের মানুষ কৃষিকাজ, যাতায়াত ও অন্যান্য সুবিধার জন্য কৃষিজমির কাছাকাছি তাদের বসতি নির্মান করে। যেমন- বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে জনবসতি অধিক কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলনামূলকভাবে কম।

২. **পানীয় জলের সহজলভ্যতা :** পানির অপর নাম জীবন। মানুষ এ কারণেই যে সকল স্থানে পানির উৎস আছে অথবা পানি সহজলভ্য এমন স্থানে বসতি গড়ে তোলে। প্রাচীন সভ্যতার অনেক অঞ্চলে এই পানির কারণেই মানুষ একটি বা একাধিক স্থানের বসতি গড়ে তুলেছিল। মরুময় এবং উপমরুময় অঞ্চলে ঝরনা বা প্রাকৃতিক কূপের আশেপাশে এমন বসতি গড়ে এবং এই সমস্ত বসতিকে বলা হয় আর্দ্র বসতি।

৩. **মাটি :** বসতি স্থাপনে মাটির উর্বরতার প্রভাব রয়েছে। সাধারণত উর্বর মাটিতে পুঞ্জীভূত জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-পোল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি ইত্যাদি দেশে মাটির প্রভাবে বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়।

৪. **প্রতিরক্ষা :** প্রাচীনকালে মানুষ ঝড়-ঝঞ্জা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াতো ও দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। এভাবেই বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে অর্থাৎ প্রতিরক্ষার সুবিধার জন্যই পুঞ্জিভূত বসতি গড়ে তোলে।

৫. **সামাজিক বিভিন্নতা :** সমাজের নানা সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও ঐতিহ্যর রীতি-নীতির পার্থক্যের জন্যই মানুষ পৃথক পৃথক বসতি স্থাপন করা শুরু করে। নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষ তাদের ভাবধারা ও নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতির জন্য তাদের বসতিও আলাদা হয়।

৬. **পশুচারণ :** পশুচারণ প্রাচীনকাল থেকে মানুষের জীবনধারনের বা জীবিকা নির্বাহের উৎস। তাই পশুচারণের জন্য উপযোগী বিশাল এলাকা রয়েছে এমন স্থানে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

৭. **যোগাযোগ :** মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই এমন স্থানকে তাদের বসতি নির্মানের জন্য পছন্দ করে যেখানে যোগাযোগের পূর্ণ সুবিধা রয়েছে। নদী তীরবর্তী স্থানে নৌ-চলাচলের এবং সমতলভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা থাকার কারণে এই সব স্থানে পুঞ্জিভূত বসতি গড়ে উঠেছে। যেমন- মিসরের নীলনদের তীরবর্তী আলেকজান্দ্রিয়াতে এই পদ্ধতিতে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ কী কী এবং তাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ :

বসতি স্থাপনের কিছু নিয়ামক রয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে কোনো স্থানের বসতির ধরণ ও শ্রেণিবিন্যাস আলাদা হতে পারে। বসতির নিয়ামকগুলোর মধ্যে রয়েছে-ভূ-প্রকৃতি, পানীয় জলের সহজলভ্যতা, মাটি, প্রতিরক্ষা, সামাজিক বিভিন্নতা, পশুচারণ, যোগাযোগ প্রভৃতি।

পাঠ-৭.৩ গ্রামীন বসতির ধরণ ও বিন্যাস (Types and Pattern of Rural Settlement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রামীন বসতি কাকে বলে তা বলতে পারবেন এবং
- গ্রামীন বসতির ধরণ ও বিন্যাস কী বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	গ্রামীন বসতি, সংঘবদ্ধ বসতি, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি, রৈখিক বসতি।

গ্রামীন বসতি

বসতি মূলত দুই প্রকারের, যথা- গ্রামীন বসতি ও নগর বসতি। গ্রামীন বসতি হলো সেই ধরনের বসতি যেখানে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- কৃষিকাজ। গ্রামের বিস্তীর্ন জমিতে খোলামেলা জায়গায় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বা গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি গড়ে উঠতে পারে। গ্রামীন বসতি শহরের বসতির কাঠামো থেকে আলাদা হয়। এখানে মূলত বিশাল উঠান থাকে এবং শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর আলাদাভাবে গড়ে উঠে যা শহরে গড়ে উঠে না। গ্রামীন বসতির নির্মানশৈলী, বাড়ির নকশা, তৈরি করার উপকরন ইত্যাদি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ্রামীন বসতির ধরন ও বিন্যাস : গ্রামীন বসতিতে অবস্থানের প্রেক্ষিতে ও বাসগৃহসমূহের পরস্পরের ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের বসতি বিন্যাস দেখা যায়। এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো -

১. **গোষ্ঠিবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি :** গ্রামীন এলাকায় কোনো একটি স্থানে যখন বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে বাস করে তখন তাকে বলা হয় গোষ্ঠি বা সংঘবদ্ধ বসতি। এই ধরনের বসতিগুলোর মধ্যে পারস্পারিক দূরত্ব কম। মূলত সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যই বাসগৃহগুলো এমনভাবে গড়ে উঠে। এই ধরনের বসতির দ্বারা ছোট গ্রাম বা নগর হতে পারে। গোষ্ঠিবদ্ধ বসতিতে দেখা যায় যে যদি স্থানটি অর্থনৈতিক দিক হতে উন্নত হয় তবে সেখানে আরও বসতি ও রাস্তাঘাট গড়ে উঠবে। এভাবে এক বা একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে গড়ে উঠা বসতিগুলো থেকেই ভবিষ্যতে নগর বা শহরে রূপান্তর ঘটে।

২. **বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের বসতি দেখা যায়। মূলতঃ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই এরূপ বসতি গড়ে উঠে। বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন বসতি হলো সেই ধরনের বসতি যেখানে একটি পরিবার অন্য একটি পরিবার থেকে বহু দূরে বিছিন্নভাবে বসবাস করে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতিতে একত্রে এক থেকে তিনটি পরিবার এভাবে বসবাস করে। তবে এদের মধ্যে থাকা দূরত্বের জন্যই এদের বিছিন্ন বসতি বলা হয়। হিমালয়ের বন্ধুর অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত বসতিতে যারা বাস করে তাদের এক উপত্যকার অধিবাসীদের সাথে অন্য উপত্যকার অধিবাসীদের কখনোই দেখা হয় না। সুতরাং এই ধরনের বসতির বৈশিষ্ট্য মূলত তিন ধরনের । যথা-

ক. অতি ক্ষুদ্র পরিবার নিয়ে বসতি গড়ে উঠে।

খ. এই সব বসতির অধিবাসীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরস্পর বিছিন্ন।

গ. বিক্ষিপ্ত বসতিতে প্রতিটি বসতি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে।

সাধারণত কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের খামারবাড়িতে এই ধরনের বসতি বিন্যাস দেখা যায়। বিক্ষিপ্ত বসতি এমন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে গড়ে উঠে যেখানে কৃষিকাজের জন্য সমতল ভূমি পাওয়া যায় না। এছাড়াও জলাভাব, ক্ষয়িত ভূমিভাগ, বনভূমি, অনুর্বর মাটি, বিল অঞ্চলের অবস্থান ইত্যাদি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে পারে।

৩. **রৈখিক বসতি :** গ্রামীন এলাকার নদী তীরে, রাস্তার কিনার অথবা নদীর প্রাকৃতিক বাঁধের পাশে কতগুলো বাড়ি একই সরলরেখায় গড়ে উঠে। এই সকল বাড়িকে বলা হয় রৈখিক বসতি। মূলত প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে এই ধরনের বসতি গড়ে উঠে। বন্যামুক্ত সকল উচ্চভূমিতে এই ধরনের বসতি গড়ে তোলা সহজ। রৈখিক বসতিতে গড়ে উঠা পুঞ্জীভূত ঘর-বাড়িগুলোর মধ্যে কিছুটা ব্যবধান বা দূরত্ব থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গ্রামীন বসতি কাকে বলে লিখুন। গ্রামীন বসতি কেন নগর বসতি থেকে আলাদা তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

গ্রামীন বসতি মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলো হলো গোষ্ঠিবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি এবং রৈখিক বসতি। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বসতির ধরণে পার্থক্য দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্রামীন বসতিতে কোন ধরনের মানুষ বেশি বসবাস করে?
(ক) যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত
(খ) যারা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত
(গ) যারা দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত
(ঘ) যারা প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত

২। গ্রামীন বসতি সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠিবদ্ধ হলে কোন বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়?
(ক) বিক্ষিপ্ত জনবসতি
(খ) কয়েকটি পরিবার একত্রে বাস করে
(গ) রাস্তার পাশে বসতি গড়ে উঠে
(ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে একত্রিত পরিবার মিলে বাস করে
নিচের কোনটি সঠিক?
i. ক ও ঘ ii. খ ও গ iii. খ ও ঘ iv. গ ও ক

৩। কোনটি বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠার কারণ?
(ক) প্রাকৃতিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সাংস্কৃতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
i. ক ও গ ii. ঘ ও ক iii. গ ও ঘ iv. শুধু মাত্র খ

৪। কোনটি রৈখিক বসতির বৈশিষ্ট্য?
(ক) সারিবদ্ধ বিক্ষিপ্ত বসতি
(খ) বিভিন্ন বসতি
(গ) সারিবদ্ধ গাছের পাশে বসতি
(ঘ) সারিবদ্ধ ভাবে নদীর তীর বা রাস্তার পাশে পুঞ্জিভূত বসতি

৫। বিক্ষিপ্ত বসতির ক্ষেত্রে-
i. কয়েকটি পরিবার বাস করে
ii. ক্ষুদ্র পরিবার নিয়ে গঠিত
iii. এই সব অধিবাসী যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৪ নগর বসতির ধরণ ও বিন্যাস
(Types and Pattern of Urban Settlement)

উদ্দেশ্যে

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নগর কাকে বলে তা জানতে পারবেন এবং
- নগর বসতির ধরণ ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	নগর।

নগর

সুপ্রাচীনকালে মানুষ তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতো প্রকৃতি থেকে। এ সময় যাযাবর মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়েছে। খাদ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া যখন নিয়ন্ত্রনে আনলো, তখন তারা বাস করার জন্য নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা শুরু করলো। এভাবেই মানুষ স্থিতিশীল জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টি হলো গ্রামীন বসতির। গ্রামীন বসতিতে বসবাসকারী মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত স্থানে নিজেদের স্থানান্তরিত করতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের পরে যে সকল স্থানে খনি উত্তোলন হতো সে স্থানকে ঘিরে নতুন নতুন নগর সমাজের সৃস্টি হয়। নগরায়নের ফলে মূলত কোনো নগর এলাকার জনংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে।

নগর বসতির ধরণ ও বিন্যাস : প্রতিটি পৌর বসতি একটি একক এবং অনন্য। তবে এই সকল পৌর বসতির গঠন, জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য ও তাদের ক্রিয়াকলাপ, বসতির আকার , বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে একে অন্যের থেকে আলাদা। পৌর ভূগোলবিদরা ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে নগর বসতির শ্রেণিবিভাগ করেন। এগুলো এখানে তুলে ধরা হলো -

১. **সামরিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর :** কোনো দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত সামরিক ও নৌ-ঘাটির দূর্গসমূহকে ঘিরে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ফ্রান্সের লা-হাভায়, ভারতের আগ্রা, গোয়ালিয়র, স্পেনের জিব্রাল্টার এমন নগরের উদাহরণ।

২. **প্রশাসনিক নগর :** শাসন ব্যবস্থার জন্য কোনো দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য যে মূল কেন্দ্র গঠন করা হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় শহর গড়ে উঠে। ঐ কেন্দ্রীয় শহরকে ঘিরে রাজধানী অর্থাৎ নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের ঢাকা, ভারতের নয়াদিল্লী।

৩. **খনি নির্ভর শিল্পভিত্তিক নগর :** শিল্পের বিকাশ ও উৎপত্তির উপর নির্ভর করে নগর গড়ে উঠতে পারে। শিল্পকার্য দ্বারা নতুন শহর গঠন হয়। তবে স্থায়ী শহর বা নগরের প্রতি শিল্পের আকর্ষণ বেশি হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিল্পে শক্তি হিসেবে কয়লার ব্যবহার বেশি প্রচলিত হওয়ার কারণে যে সব এলাকায় কয়লা উত্তোলন করা হতো এমন স্থানকে ঘিরে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত নগর গড়ে উঠেছে। রাশিয়ার জোনেৎস, ভারতের রানীগঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের পেলসিলভানিয়া এই ধরনের খনিকে নির্ভর করে গড়ে উঠা শহর।

৪. **সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপভিত্তিক নগর :** সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও প্রথাভিত্তিক শহর গড়ে উঠতে পারে। যেমন-ভারতের মুম্বাই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও চিত্রকলার উপর ভিত্তি করেও নগর গড়ে উঠে। ফ্রান্সের প্যারিসে এমন নগর গড়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ছাড়াও ধর্মীয় কারণে, বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, কোনো মহাপুরুষের সমাধি বা জন্মস্থানকে ভিত্তি করেও নগর গড়ে উঠতে পারে। যেমন- ভারতের নালন্দা, ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ ইত্যাদি।

৫. **বাণিজ্যভিত্তিক নগর :** প্রাচীনকালে বিনিময় প্রথার দ্বারা মানুষ তাদের নানাবিধ অভাব পূরণের উপাদান সংগ্রহ করতো। এই পদ্ধতি থেকেই পরবর্তীতে ‘‘বাজার’’ ধারণার সূচনা হয়। স্থানীয় বাজারে পণ্য কেনা-বেচার জন্য অনেক লোকের

সম্মেলন ঘটে বলেই এইসব স্থানের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মহাদেশীয় স্থলপথকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে সিরিয়ার দামেস্ক ও আলেপ্পো, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে নগর গড়ে উঠে। ভারতের কলকাতা, পাটনা ইত্যাদি নগরও মূলত বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধার্থে নব্য জলপথের অবদানে সৃষ্টি হয়েছে।

৬. স্বাস্থ্য নিবাস ও বিনোদন কেন্দ্র : যে সকল স্থানে বিনোদন, অবসর যাপন এবং স্বাস্থ্য ও প্রমোদ কেন্দ্র গড়ে উঠে সে সব স্থানকে ঘিরে শহর গড়ে উঠতে পারে। যেমন-বাংলাদেশের কক্সবাজার, যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি, ভারতের গোয়া ইত্যাদি স্থানে বিনোদন নির্ভর শহর গড়ে উঠেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নগর বসতির শ্রেণিবিভাগ কত প্রকার এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কী কী লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

সভ্যতার বিকাশে গ্রামীন জনগোষ্ঠি এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হবার প্রভাব অত্যাধিক। নগর বসতি মূলত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি করে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নগর বসতির উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথেই নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াভিত্তিক নগরের উদাহরন-
(ক) বাংলাদেশের কক্সবাজার (খ) ভারতের কলকাতা
(গ) যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড (ঘ) মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুর

২। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠাকে কোনোশহর বলে?
(ক) উপশহর (খ) রাজধানী বা কেন্দ্রীয় শহর
(গ) বানিজ্যিক শহর (ঘ) মূল্যবান শহর

৩। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-
(ক) শিল্প দ্বারা শহর গঠন হলেও শুধু কেন্দ্রীয় শহর গড়ে উঠে
(খ) শিল্প নতুন শহর গঠন করে
(গ) স্থায়ী শহরের দিকে আকৃষ্ট করে
(ঘ) শুধু খনি থাকলেই শহর গঠন করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
i. ক ও গ ii. খ ও গ iii. গ ও ঘ iv. ক ও খ

৪। নগরায়নের ক্ষেত্রে কোন ঘটনাটি ঘটে?
i. জনসংখ্যা হ্রাস পায়
ii. সাংস্কৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটে
iii. স্থিতিশীল জনগোষ্ঠিতে পরিনত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। কোন ধরনের বিপ্লবের ফলে নগরায়নের উদ্ভব হয়?
(ক) শিল্প বিপ্লব (খ) খাদ্য বিপ্লব
(গ) ফরাসি বিপ্লব (ঘ) জাতীয়করণ বিপ্লব

পাঠ-৭.৫ নগরায়নের প্রভাবক (Factors of Urbanization)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নগরায়নের প্রভাবকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	নগরায়নের প্রভাবক।

নগরায়নের প্রভাবক

নগর ও নগর কাঠামোর বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবকের ভূমিকা রয়েছে। এ সকল প্রভাবকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব :** জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্বের উপর নগরায়নের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কোনো শহরে নগরায়ন প্রক্রিয়া যখন শুরু হয় তখন ঐ শহরে অবশ্যই বৃহৎ জনসংখ্যা ও ঘনবসতিপূর্ণ জনবসতির অবস্থা থাকতে হবে। সাধারণত অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই জনসংখ্যার ধরনের পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে কোনো বসতিকে শহররূপে স্বীকৃতি দিতে হলে কমপক্ষে ৫,০০০ জনসংখ্যা এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৫০০ জন লোকের বসবাস থাকতে হবে।

২. **বসতির ধরণ :** শহরে বসতির নির্মানশৈলী ও কাঠামো গ্রামীন বসতির থেকে আলাদা। গ্রামীন বসতিতে বিচ্ছিন্ন ও গোষ্ঠিবদ্ধ বসতি থাকলেও শহুরে বসতিকে ঘনবসতি ও বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যা বেশি। স্বল্প পরিসরে প্রশস্ত রাজপথ, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র, হাসপাতাল, কৃত্রিম লেক ইত্যাদির সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা শহরে জীবনযাপনকে সহজ ও সুন্দর করেছে।

৩. **অর্থনীতি :** শহরে মানুষ প্রধানত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকে। যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, আইন পেশা, প্রশাসনিক কাজকর্ম ইত্যাদি।

৪. **চালচলন :** শহর জীবন অত্যন্ত গতিশীল। নানা ধরনের পেশাজীবি মানুষ তাদের জীবনযাত্রার উন্নত মানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহনে ব্রতী হয়। ফলে এখানে আয় দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ হয়। শহরের মানুষ গ্রামের মানুষ অপেক্ষা চালচলনে উদারপন্থী হয়। ফলে রক্ষণশীল মনোভাব নয় এমন মানুষ শহর জীবনে উন্নততর জীবনযাপন ও চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৫. **পরিবহন ব্যবস্থা :** শহরে সড়ক ও মহাসড়কে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার জন্য নানারকম পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে।

৬. **খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদ :** খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদে শহরের মানুষ গ্রামের মানুষের তুলনায় আলাদা রুচি বা চিন্তাধারা পোষন করতে দেখা যায়। শহরে মানুষ আধুনিক ফ্যাশনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।

৭. **শিক্ষা ও চিকিৎসা :** নগরে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে উঠে।

৮. **সেবা সুবিধা :** নগরে নানাবিধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমন-বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদির জন্য নাগরিক জীবন গ্রামীন মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হতে থাকে।

৯. **রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন :** নগরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা রকম সংগঠনের, বিশেষ উৎসব ও পালা পার্বনে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া নগরে রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডের নানা প্রকারের কার্যক্রমের জন্য নগরের জীবন বৈচিত্র্যময় হয়।

১০. **অপরাধ :** নগরে নানা রকম সুবিধা থাকলেও সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকান্ড বেশি ঘটে। যেমন-চুরি, ডাকাতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	নগরায়নের প্রভাবসমূহ কী কী এবং তাদের নিয়ে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

নগর জীবনে নানা ধরনের প্রভাবক রয়েছে যাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবে নগরে গ্রাম থেকে মানুষ বেশি হয়। নগরায়নের প্রভাবক সমূহ নগরায়ন প্রক্রিয়াকে চলমান রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে নগরায়নের জনসংখ্যা কমপক্ষে কত হতে হবে?
(ক) ১০,০০০ (খ) ৫,০০০ (গ) ৫০,০০০ (ঘ) ১,০০০

২। নগরে মানুষ চালচলনে কেমন হয়?
(ক) উদারমনা (খ) প্রাচীন মতাদর্শ ভিত্তিক (গ) রক্ষণশীল (ঘ) কুসংস্কারমনা

পাঠ-৭.৬ বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া (Urbanization Process in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে নগরায়নের ধরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম নিয়ামকসমূহ বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	নগরায়ন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া

নগরায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় শহরাঞ্চল ক্রমশ জনবহুল হয়ে উঠে এবং শহরে বা নগরে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীন ও নগর জীবনের পার্থক্য তৈরি করে। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পন্ন একটি দেশ। এদেশে গ্রামীন জনগোষ্ঠি শহর এলাকায় স্থানান্তরিত হয় নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে। নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নগরায়ন প্রক্রিয়া বেশ গতিশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ শতাংশ নগরবাসী। যদিও নগরায়নের মাত্রার অনুসারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার অনেক কম। ১৯৯১ সালের শুমারী বর্ষে নগরায়িত জনগোষ্ঠির আকার ছিল প্রায় ৩ কোটি যারা ৫২২টি নগর, শহর ও মহানগরে বসবাস করে। এই নগর জনসংখ্যার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞমহলের অনুমান, ২০৩৫ সালে এই হার ৫০ শতাংশেরও বেশি হবে। নগর পরিকল্পনাবিদরা মনে করেন, এই নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হুমকির মুখে পড়বে। নগরীয় জনঘনত্ব এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন নানা প্রকারের সমস্যা সৃষ্টি করছে।

নগরায়নের নিয়ামকসমূহঃ নগরায়ন ক্রমশ পরিবর্তনশীল। কোনো নগরের বিকাশ বা বৃদ্ধির জন্য কিছু নিয়ামকের প্রভাব থাকবে। উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হলেও শহর ও নগরকে ঘিরে মানুষের বসবাসের প্রবনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের চলমান নগরায়ন প্রক্রিয়ার নিয়ামকসমূহ তুলে ধরা হলো -

১. **নগরীয় জনসংখ্যার উচ্চ জন্মহার :** নগরে বসবাসকারী ও অভিবাসনকারী জনগোষ্ঠির জন্মহার বৃদ্ধির কারণে নগরে বসতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ন মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে ফলে রোগ-ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে এখানে কম। এই বর্ধিত ও স্থিতিশীল জনসংখ্যাই নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেছে।

২. **নগরের সংজ্ঞা পরিবর্তনের মাধ্যমে নগর সীমার প্রসারণ :** অধিক জনসংখ্যার জন্য অনেক ধরনের সেবা কার্যক্রম প্রদান করতে নগরের প্রশাসনিকমন্ডল দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। শহর থেকে নগর, নগর থেকে মহানগর, মহানগর থেকে মেগাসিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে (যেমন- বাংলাদেশের ঢাকা শহর)। মূলত নতুন নতুন নগর কেন্দ্র ও তার আশেপাশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির বসতির জন্যই এভাবে ধীরে ধীরে নগর সীমানার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. **নতুন নতুন শহর এলাকার অভ্যুদয় :** বাংলাদেশের বিভাগীয় পর্যায়ের মূল শহর, কেন্দ্র থেকে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক পার্থক্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে গ্রাম থেকে মানুষ উপশহর এবং পরে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। যে সকল শহরে শিল্প-কারখানা, ভালো মানের শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা এবং জীবিকা নির্বাাহের উৎস রয়েছে সেখানে মানুষ বেশি মাত্রায় আকর্ষিত হচ্ছে। ফলে একই জেলায় গ্রাম ও শহরের পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন শহর ও নগর কেন্দ্রের অভ্যুদয়ের ফলে শুধুমাত্র রাজধানীর প্রতি জনসংখ্যার চাপ কিছুটা নিয়ন্ত্রন করা যাবে বলে ধারণা করা হয়।

৪. **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনই একটি নিয়ামক যার প্রভাবে মানুষ কোনো শহরের প্রতি সহজেই বসতি গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড সহজে সম্পন্ন হতে পারে।

৫. **গ্রাম-শহর অভিগমন :** আকর্ষণজনিক নিয়ামকগুলো যেমন-উন্নত জীবনযাপন সুবিধা, ভাল চাকুরি বা বাসস্থান ইত্যাদির জন্য গ্রাম থেকে নগরে অভিবাসী জনগোষ্ঠি ভিড় জমিয়েছে। বিশেষ করে খরা ও নদীভাঙ্গনপ্রবন এলাকা মানুষ বেশি করে শহরে অভিগমন করে। ঢাকা শহরে আগত অভিগমনকারী ৬০ শতাংশই দেশের বিভিন্ন অনুন্নত এলাকা বা গ্রামীন এলাকা থেকে নগরে স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস শুরু করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নগরায়নের প্রক্রিয়া লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের নগর বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম গতিশীল হলেও নগরে অধিক জনসংখ্যার চাপ এখানকার বৈশিষ্ট্য। এদেশের নগরায়ন প্রক্রিয়া কিছু নিয়ামকের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি নগরায়নের জন্য অন্যতম কারণ?
(ক) গ্রাম থেকে শহরে মানুষের অধিক অভিগমন
(খ) শহরে নতুন নতুন স্কুল বা বিদ্যালয় স্থানান্তর করা
(গ) গ্রামের বসতিতে বৈচিত্র্য আনা
(ঘ) গ্রামীন প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা

২। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-
(ক) নগরীয় জনসংখ্যার উচ্চ জন্মহার নগরায়নের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে
(খ) ঢাকা শহরে অভিগমন হার সব থেকে কম
(গ) নগরায়ন প্রক্রিয়া একটি স্থবির প্রক্রিয়া
(ঘ) নগরায়ন প্রক্রিয়ার জন্য নগর সীমার প্রসারণ ঘটছে
উপরের কোনটি সঠিক?
i. ক ও খ ii. খ ও ঘ iii. ক ও গ iv. ক ও ঘ

৩।
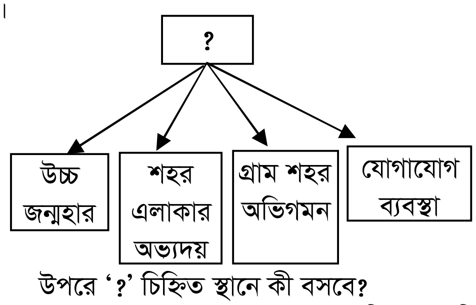

উপরে '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
(ক) নগরায়ন (খ) গ্রামায়ন (গ) পরিবেশের নিয়ামক (ঘ) বসতি স্থাপন

৪। নতুন শহর এলাকার অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে-
i. গ্রাম থেকে মানুষ উপশহর এবং পরে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে
ii. যেখানে জীবিকা নির্বাহের উৎস আছে মানুষের আকর্ষণ সেখানের প্রতি বেশি
iii. জনসংখ্যার চাপ অনিয়ন্ত্রিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

পাঠ-৭.৭ অপরিকল্পিত নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান (Problems and Remedies of Unplanned Urbanization)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলো কী ধরনের তা জানতে পারবেন এবং
- এই সকল সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	অপরিকল্পিত নগরায়ন।

অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধান

নগরায়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি অঞ্চল তার ক্রিয়াকলাপ, বৈশিষ্ট্য, সেবাপ্রদান ক্ষমতা, প্রশাসনিক কাজকর্ম, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা গ্রামীন জীবনধারণ পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। নগর জীবনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার জন্য গ্রামীন মানুষ তাঁদের নিজের জীবনযাপনের উন্নয়নের জন্য নগর জীবনে স্থানান্তরিত হয়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নগর প্রক্রিয়াও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। তবে এই বৃদ্ধির ধারা সব জায়গায় সমান নয়। সাধারণত বড় শহরে শিল্প-কারখানা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, শিক্ষা-চিকিৎসার সুবিধা, সরকারি প্রশাসন ও বিনোদন ব্যবস্থার জন্য সেই সকল স্থানের নগরায়ন প্রক্রিয়া অধিক গতিশীল।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নগরে বসবাস করলেও বাংলাদেশে শহরবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে দিন দিন এই শহরে আগমনকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা শহরের ধারনক্ষমতা বা সেবাপ্রদান করার ক্ষমতার তুলনায় বেশি হওয়ায় এই নতুন নগরবাসীদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন পদ্ধতির জন্য পুরো নগর জীবনে নেমে আসছে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব। বর্তমানে অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য পরিবেশ ও অবকাঠামোগত নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন- পরিবেশ দূষণ, বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব, পরিবহন সংকট, যানবাহন সংকট ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র অভাব সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও যানযট সমস্যা, অব্যবহারযোগ্য যানবাহনের আধিক্য ইত্যাদিও নগর জীবনে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করছে। ঢাকা শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে না চলার জন্য পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। বর্জ্যের তীব্র দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত ধোঁয়া পরিবেশ দুষণের অন্যতম কারণ। ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিকে দূষিত করছে। আবার কল-কারখানার কালো ধোঁয়া, চামড়া শিল্পের বর্জ্য, যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ। ফলে হাঁপানি, সর্দি, ক্যান্সার, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

অপরিকল্পিত নগরায়ন যেমন- নগরবাসীর জন্য নিরাপদ বাসস্থানের সংকট তৈরি করছে। তেমনিভাবে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে স্বাভাবিক জীবনযাপনকে হুমকির সম্মুখীন করছে। তাই নগরবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় এবং দরকারী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সহ সকল ধরনের নগর সুবিধার উপযুক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী। বাংলাদেশে জনপ্রতি কৃষি জমির পরিমান প্রায় ০.০৫ হেক্টর(বিশ্ব ব্যাংক, ২০১১) এবং শহরগুলো প্রায়ই কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে গড়ে উঠে। ঢাকা শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে তীব্র পানি সংকট দেখা যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দশ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত এক একটি শহরে প্রতিদিন ৬২.৫০০ মেট্রিক টন পানি প্রয়োজন। ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ করা হয় ১৮ কোটি গ্যালন এবং ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে প্রতিদিন ২৮.৫ কোটি গ্যালন পানি প্রয়োজন। অসচেতনতার কারণে ওয়াসা সরবরাহকৃত পানির প্রায় সাড়ে তিন কোটি গ্যালনই অপচয় বা অব্যবহৃত হয় ফলে মোট ঘাটতি প্রায় ১৫ কোটি গ্যালনের উপর। বিশ্ব সংস্থার হিসাব মতে, নানা প্রকার কাজের জন্য দৈনিক গড়ে ৭ গ্যালন পানি জনপ্রতি প্রয়োজন যা নগর জীবনে একেবারেই অপ্রতুল।

ঢাকা শহরে অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর ও স্থাপনা নির্মানের কারণেই জলবদ্ধতার অন্যতম কারণ। নিজেদের সেবা সংগ্রহ ও নগর সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ করে অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করার ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধার অপচয় রোধ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জানমালের রক্ষার দিকে সবার সজাগ দৃষ্টি থাকতে হবে। সেই সাথে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নগর ব্যবস্থাপনা উন্নততর করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে লিখুন। অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের উপায় কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

অপরিকল্পিত নগরায়ন নগরজীবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিবেশের মানকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। তাই সঠিক নগর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই বর্ধিত সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলাফল?
(ক) উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা (খ) জলাবদ্ধতা
(গ) অধিক কৃষিফলন (ঘ) আধুনিক যানবাহন

২। একজন মানুষের দৈনন্দিন কত গ্যালন পানি প্রয়োজন?
(ক) ৭ গ্যালন (খ) ৯ গ্যালন
(গ) ৮ গ্যালন (ঘ) ১০ গ্যালন

৩। ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের কারণ কোনটি?
(ক) পানির অপচয় (খ) যানবাহনের কালো ধোঁয়া।
(গ) পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা (ঘ) জলাবদ্ধতা

৪। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফল-
i. পরিবেশের অবকাঠামোগত সমস্যা সৃষ্টি করা
ii. রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়
iii. পানির সংকট দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

রহিমা পড়াশোনা করতে গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে। স্কুলে তার সাথে জলির বন্ধুত্ব হয়। রহিমা বলে “গ্রামীন সমাজের সাথে শহুরে সমাজের অনেক ধরনের পার্থক্য রয়েছে”। জলি বলে “এই পার্থক্যের মূল কারণ হলো নগরায়ণ প্রক্রিয়া”।

(ক) গ্রামীন বসতি কাকে বলে?
(খ) নগরায়নের প্রভাবকসমূহ কী কী?– ব্যাখ্যা করুন।
(গ) উদ্দীপকের আলোকে গ্রামীন সমাজ এবং শহুরে সমাজের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।
(ঘ) জলির উক্তিটির সত্যতা যাচাই করুন।

১নং প্রশ্নের উত্তর নমুনা

ক. গ্রামীন বসতি হলো সেই ধরনের বসতি যেখানে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন-কৃষিকাজ।

খ. নগর ও নগর কাঠামোর বিকাশে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবকের ভূমিকা রয়েছে। এ সকল প্রভাবকসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্বের উপর নগরায়নের প্রভাব সব থেকে বেশি। শহরের বসতির নির্মানশৈলী ও কাঠামো গ্রামীন বসতির থেকে আলাদা। স্বল্প পরিসরে প্রশস্ত রাজপথ, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র, হাসপাতাল, কৃত্রিম লেক ইত্যাদির সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য ব্যাবস্থা করা যায়। শহরে মানুষ প্রধানত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকে। শহর জীবন গতিশীল হয়। শহরে সড়ক ও মহাসড়কে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার জন্য নানা রকম পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদে শহরে মানুষ গ্রামের মানুষের সাথে আলাদা রুচি বা চিন্তাধারা পোষণ করতে দেখা যায়। নগরে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা রয়েছে।

গ. শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা গ্রাম অপেক্ষা বেশি থাকে। গ্রামে বিচ্ছিন্ন বসতি থাকলেও শহরে বহুতল বসতি নির্মান হয়। শহরে মূলত শিল্পনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেশি হয় এবং গ্রামে কৃষিকাজ বেশি হয়। এছাড়াও শহরে মৌলিক সুযোগ সুবিধা উন্নত। গ্রামের পরিবহন ব্যবস্থা শহর অপেক্ষা কম উন্নত।

ঘ. নগরায়ন এমন একটি প্রক্রিয়ায় শহরাঞ্চল ক্রমশ জনবহুল হয়ে উঠে। শহর বা নগর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধির জন্য গ্রামীন ও নগর জীবনের পার্থক্য তৈরি করেছে। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে অধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পন্ন একটি দেশ। এদেশে গ্রামীন জনগোষ্ঠি শহর এলাকায় স্থানান্তরিত হয় নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে। নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নগরায়ন প্রক্রিয়া বেশ গতিশীল। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ শতাংশ নগরবাসী। যদিও নগরায়নের মাত্রার অনুসারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার বেশ কম। বিজ্ঞমহলের অনুমান, ২০৩৫ সালে এই হার ৫০ শতাংশেরও বেশি হবে। নগর পরিকল্পনাবিদরা মনে করেন, এই নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন হুমকির মুখে পড়বে।

উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিচের প্রশ্নটির উত্তর লেখার চর্চা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন- ২

বাংলাদেশের নগর পরিকল্পনার সুষ্ঠু তত্ত্বাবধায়নের অভাব দেশের মানুষের জীবনধারন পদ্ধতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে না। মূলত সুষ্ঠুনগর পরিকল্পনার অভাবের কারণেই আমাদের দেশের উন্নতির ধারা ধীরগতিতে চলছে।

ক. নগরায়ন কাকে বলে?

খ. নগরায়নের নিয়ামকসমূহ কী কী?

গ. উদ্দীপকের আলোকে নগর পরিকল্পনার অভাবের ফলে আমাদের দেশে কী ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়? -ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. আপনার মতে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান কী হতে পারে? -বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১	১. গ	২ ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ :	১. ঘ	২. ii	৩. ii	৪. ঘ	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ :	১. গ	২. খ	৩. ii	৪.খ	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ :	১. খ	২. ক	৩. খ	৪.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬ :	১. ক	২. iv	৩.ক	৪.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭ :	১. খ	২. ক	৩. খ	৪.ঘ	